4-1-46

রূপশ্রীর

'মৌচাকে ঢিল'

রচনা - প্র, না, বি

পরিচালনা - মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

– Sunil

রূপশ্রীর নিবেদন

মৌচাকে ঢিল

কাহিনী :–প্রমথনাথ বিশী

গীত-রচনা : প্রণব রায়, তুলসী লাহিড়া
সুর-যোজনা : গোপেন মল্লিক
চিত্রায়ণ : বিভূতি লাহা
শব্দানুলেখন : যতীন দত্ত
নৃত্য পরিকল্পনা : অমিতা বসু

চিত্র-পরিস্ফুটন : শৈলেন ঘোষাল
সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী
শিল্প-নির্দ্দেশ : তারক বসু
দৃশ্য-সংগঠন : গোপী সেন
রূপসজ্জা : রামু, বসীর ও মুন্সী

ব্যবস্থাপনায় : রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই সিংহ ও সুধা ঘোষ

পরিচালনা :–মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

সহকারী :–বংশী আশ

পরিচালনায় ও ধারা রক্ষায় : ধীরেন শীল, কনকবরণ সেন, চিত্ততোষ চট্টোপাধ্যায়
চিত্রায়ণে : শ্যাম মুখোপাধ্যায়, নিধু দাসগুপ্ত
শব্দানুলেখনে : গোবিন্দ মল্লিক, তরণী রায়
চিত্র পরিস্ফুটনে : শৈলেন চট্টোঃ, গোপাল গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন সাহা, তারক মুখোঃ

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

মন্দার ফিল্মস্ কর্ত্তৃক কার্টুনে পরিচয়লিপি

—ঃ কুশীলব ঃ—

শ্রীমন্ত : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
সুভদ্রা : সুভদ্রা দেবী
কল্যাণ : কল্যাণকুমার
মণিময় : চণ্ডী মিত্র
শমিতা : শমিতা দেবী
রমা : প্রমীলা ত্রিবেদী

চক্রধর : সন্তোষ সিংহ
জগদম্বা : বেলা মুখোপাধ্যায়
জগদীশ : মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
নটবর : বেচু সিংহ
নন্তু : তপনকুমার
নৃত্য-শিল্পী : অমিতা বসু

অন্যান্য ভূমিকায়

ইন্দু মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, প্রভাত সিংহ, গোকুল মুখোপাধ্যায়, কুমার মিত্র, আশু বসু, (এ্যাঃ) নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ৺প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, সমর রায়, কানন মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, শচীন দাসগুপ্ত, বিজন মুখোপাধ্যায়, শিব সেন, গোপাল দে, পুরু মল্লিক, কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল রায়, সুনীল সেন, মনি শ্রীমানী, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি দাস, হরিপদ দে, কাল্লু দোবে, কার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শুকদেব দাস, রাধারাণী, রত্না মিত্র, আশা, উষা প্রভৃতি।

পরিবেশক :–ডি-লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স।

(কাহিনী)

সর্ব্বানন্দ ঘোষাল একটি অদ্ভুত উইল রেখে মারা যান।

উইলের সর্ত্ত হচ্ছে এই যে তাঁর একমাত্র মেয়ে সুভদ্রা একুশ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে যদি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন সদস্যকে বিয়ে করে তাহলেই পৈতৃক সম্পত্তি সে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে সর্ব্বানন্দ বাবুর সমস্ত সম্পত্তি যাবে গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব গবেষণা সমিতিতে।

জীবদ্দশায় সর্ব্বানন্দবাবু গৌড়েশ্বর গোপালদেবের খুব ভক্ত ছিলেন। অষ্টম শতকে জনগণের দ্বারায় নির্ব্বাচিত এই রাজা বাঙলা দেশকে মাৎস্য-ন্যায়ের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। বর্ত্তমান যুগে গোপালদেবের রাজনৈতিক আদর্শ এ দেশে আবার প্রচারিত হওয়া দরকার বলে সর্ব্বানন্দবাবু মনে করতেন। সুভদ্রাকে তিনি বিলেতে পাঠিয়েছিলেন ভাস্কর্য্য-বিদ্যা শিখতে। উদ্দেশ্য ছিল—

সুভদ্রা নিজের হাতে গোপালদেবের একটি মূর্ত্তি গড়ে তা' প্রতিষ্ঠা করবে তাঁরা দেশের বাড়ীতে।

আমাদের গল্প সুরু হচ্ছে সুভদ্রার প্রত্যাবর্ত্তনের খবর নিয়ে। বাড়ীতে বিমাতা জগদম্বা ছাড়া আর কোন নিকটাত্মীয় নেই। বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন পিতৃ-বন্ধু চক্রধর চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্টের উকিল। সুভদ্রার সঙ্গে এল তার বিলেতে পাওয়া বান্ধবী শমিতা।

শমিতা তার পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতায় ঠেকে শিখেছিল——সব মেয়ের ভাগ্যে স্বামী জোটে না! কিন্তু সুভদ্রার বেলায় ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল উল্টো। তার পাণি-প্রার্থীর সংখ্যা অসুবিধাজনকভাবে ক্রম-বর্দ্ধমান হতে লাগল! অবশ্য এট হ'ল কতটা তার নিজের জন্যে আর কতটা তার পৈতৃক সম্পত্তির লোভে তা' দর্শকরাই বিচার করবেন!

ব্যাপার রীতিমত ঘোরালো হ'য়ে উঠল যখন সুভদ্রার পাণি-প্রার্থীদের মধ্যে

মণিময় ও শ্রীমন্ত প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ কাউকে হারাতে না পেরে একই কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। ভোট আদায়ের উদ্দেশ্যে দুজনেরই মুখে ছুটল স্তোক-বাক্যের তুবড়ি। শেষ অব্দি কিন্তু জিৎ হ'ল চতুর চুড়ামণি শ্রীমন্তর। কেননা কথায় চিঁড়ে ভেজাবার বিদ্যেটা সে ভাল করেই শিখে এসেছিল ইউরোপের রাষ্ট্র-সঙ্ঘ থেকে।

কিন্তু শ্রীমন্তর নিজের মুখেই তার ধাপ্পাবাজির বড়াই শুনে সুভদ্রা বেঁকে দাঁড়াল তাকে বিয়ে করবে না বলে। সর্ব্বানন্দবাবুর উইলের সর্ত্ত স্মরণ করে জগদম্বা এবং চক্রধর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'লেন। শুধু কল্যাণের মুখে ফুটে উঠল একটা ব্যঙ্গের হাসি।

কল্যাণ ঘোষাল-পরিবারের কোন আত্মীয় না হয়েও এঁদের পরমাত্মীয়ের স্থান অধিকার করেছিল এঁদের বাড়ীতেই মানুষ হয়ে। সুভদ্রার প্রতি ছিল তার একটা আন্তরিক অনুরাগ যা সুভদ্রাকেও তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু যেদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তার কাছে সুভদ্রাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব এল সেদিন

সে তা' প্রত্যাখ্যান করলে এই বলে যে ট্র্যাজেডিটা বিয়ের পরে হওয়ার চেয়ে আগে হওয়া অনেক ভাল।

স্বামী-নির্ব্বাচনে বিফল-মনোরথ হয়ে সুভদ্রা সহর ছেড়ে গ্রামে এল তার বাল্যের সহপাঠিনী রমার বাড়ীতে। এখানে এসে সে এক নূতন জগতের সন্ধান পেল।

স্বামী আর একটী ছেলে—এই নিয়ে রমার সংসার। অর্থের সচ্ছলতা নেই, কিন্তু মনের সুখে রাজ-রাণীও রমার কাছে হার মানে। তার কাছেই সুভদ্রা প্রথম শুনলো বাঙালীর মেয়ে একটি মানুষকে বিয়ে করবার সঙ্গে একটি ভাবকেও বিয়ে করে। সেইটেই তার সুখী হবার রক্ষাকবচ।

কলকাতায় ফিরে এসে সুভদ্রা সর্ব্বানন্দবাবুর উইলের সর্ত্তমত গৌড়ীয় পুরাতত্ত্ব গবেষণা সমিতির কাজে আত্ম নিয়োগ করল। গৌড়েশ্বর গোপালদেবের আদর্শ প্রচার করে দেশকে সে প্রকৃত নেতার সন্ধান দিতে চাইল। কিন্তু দেশ কাকে নেতৃত্বে বরণ করল তারই কৌতুকোজ্জ্বল পরিণতিতে এই গল্পের পরিসমাপ্তি।

(গান)

(১)

দিয়ে যাই ফুল—ফুল দিয়ে যাই।
গোলাপ বকুল মালতী পারুল
দু'হাতে বিলাই॥
ঝিকিমিকি চাঁদ আকাশে
হাসে মধুর স্বপ্ন বিলাসে;
মন বলে গো, ফুল দিয়ে আজ
মন যদি পাই॥
দিয়ে যাই ফুল—ফুল দিয়ে যাই।
ঝরানো বনে, হারানো মনে
ফাগুনের আগুন জ্বালাই॥
বল, এ ফুল আমার লবে কি?
নিশি প্রভাতে মনে রবে কি?
এ ফুলে আমার আছে সুরভির ভার
নাই কাঁটা নাই॥

(রচনা—প্রণব রায়)

(২)

বেলা যায় — বেলা যায়।
প্রিয় হয়ে আজও এল না যে কাছে
হিয়া তারি পথ চায়॥
মোর সন্ধ্যা-প্রদীপ হবে না কি জ্বালা?
হবে না কি গাঁথা মালতীর মালা?
সাথীহারা মোর আঁধার বাসর
এমনি রবে কি হায়?
বেলা যায়—বেলা যায়॥
এই বিজন গোধূলী ক্ষণে,
মন-দেওয়া-নেওয়া স্বপ্ন দেখিতে
সাধ জাগে মনে মনে।
আমারি ঘরের দুয়ার বাহিয়ে
মধু বসন্ত রয়েছে চাহিয়ে;
প্রেম শুধু হায় নীরবে শুধায়
কারে দেব আপনায়॥
বেলা যায়—বেলা যায়॥

(রচনা—প্রণব রায়)

(৩)

পল্লী বালিকা বন-পথে যায়,
ঠমকি ঠমকি ভীরু ভীরু চায়।
সে কি স্বপনে ঘেরা,
কোন্ দূরের তারা,
ক্ষণিকে নয়নে আসে ক্ষণিকে হারায়।
চিনি চিনি মনে করি চেনা নাহি যায়॥
(তবু চেনা নাহি যায়!)

[রচনা—তুলসী লাহিড়ী]

শ্রীরা ...পাধ্যায়
কলিকাতা

রূপশ্রীর

পরবর্ত্তী
আকর্ষণ

?

(নিজস্ব ষ্টুডিওতে নির্ম্মীত হইতেছে)

পরিচালনা :
মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

রূপশ্রীর জনপ্রিয় অবদান :—
সহধর্ম্মিনী ★ দম্পতি ★ নন্দিতা
মৌচাকে ঢিল

Printed at Vijaylaxmi Press & Published by Rupashree Ltd. Calcutta.

মূল্য দুইআনা